উদ্ভাবনের সঙ্গে

বসবাস

উদ্ভাবনের সঙ্গে
বসবাস

WIPO
WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY
ORGANIZATION

উদ্ভাবনের সঙ্গে বসবাস

১৯৯৯ সালের জুনে বিশ্ব মেধা সম্পদ সংস্থা (WIPO) তাদের তথ্যকেন্দ্রে রান্নাঘর, শোবার ঘর ও বাচ্চাদের ঘরসমেত একটি ছোটখাটো অ্যাপার্টমেন্ট সংযোজন করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মেধাসম্পদের বিভিন্ন রূপ কতটা ভূমিকা রাখে তার দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। 'At Home With Invention' বা উদ্ভাবনের সঙ্গে বসবাস শিরোনামের এই প্রদর্শনী চলে জুন, ২০০০ পর্যন্ত এবং ১৮ হাজারেরও বেশি দর্শনার্থী এটা পরিদর্শন করেন। ঐ প্রদর্শনীর উপর ভিত্তি করেই এই পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার অর্থই হচ্ছে মানুষের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন কুশলতায় নির্মিত ও পরিপূর্ণ এক স্থানে ঢোকা। হাতে বোনা কার্পেট থেকে সোফা, মাটির তৈরি কলস থেকে কারুকার্যময় কাচের পাত্র, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বস্তু বা গৃহস্থালী সামগ্রী (ক্যান ওপেনার, রেফ্রিজারেটর, টেলিফোন) থেকে সঙ্গীত, বইপত্র, চিত্রকলা ও পারিবারিক ছবি; সবকিছুই অর্থাৎ আমাদের জীবন যাদের ঘিরে বাঁধা তার সবকিছুই মানুষের সৃজনশীলতার ফসল।

এই জিনিসগুলো মানুষের চিন্তাজাত সৃষ্টি অর্থাৎ **মেধা সম্পদ**। জীবনের প্রত্যেকটা দিনেই এগুলো আমাদের সঙ্গে আছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, এমনকি তখনও যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি। এগুলো আমাদের প্রশান্তি দিতে পারে, যেমন নরম একটা ম্যাট্রেস। আমাদের বিরক্ত করতেও পারে, যেমন একটি অ্যালার্ম ক্লক। আমাদের স্বপ্ন দেখাতে পারে, চিন্তায় উদ্বুদ্ধও করতে পারে, যেমন একটি উপন্যাস, একটি সিম্ফনি, একটি চলচ্চিত্র। অথবা, আমাদের হয়ে এগুলো চিন্তা করতে পারে– একটি সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, একটি ক্যালকুলেটর, একটি কম্পিউটার।

আমরা যদি এগুলোকে অবধারিত বলে ধরে নেই, তাতেও আমাদের বিহ্বলতা কমে না এতটুকু। সবসময় আমরা সমৃদ্ধ হচ্ছি। গৃহস্থালীর কাজ সহজতর হয়েছে এবং বিনোদন ও প্রমোদের ধরণও বেড়েছে। আমাদের যাবতীয় কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে সৃষ্টিশীলতার এইসব ফসল ঘিরে রেখেছে; জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়েছে। বাড়িতে আমরা আসলে এ জাতীয় বিভিন্ন উদ্ভাবনগুলোকে ঘিরেই বাস করি।

সতর্কতামূলক ঘোষণা ঃ এই নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত তথ্য কোনোভাবেই পেশাগত আইনি সহায়তার বিকল্প কিছু নয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কিত মৌলিক ধারণা প্রদানই এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য।

WIPO স্বত্ব (২০০৬) আইনানুগ অনুমতি ব্যতীত, কপিরাইট স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই ইলেক্ট্রনিক্যালি বা ম্যাকানিক্যালি, যে কোনো আকার বা ভাবে পুনরুৎপাদন বা বিতরণ করা যাবে না।

This publication has been translated and reproduced with the permission of the World Intellectual Property Organization (**WIPO**), the owner of the copyright, on the basis of the original English language version. The Secretariat of **WIPO** assumes no liability or responsibility with regard to the translation and transformation of the publication.

This translated publication was financed under the **EU-WIPO** Intellectual Property Rights Project for Bangladesh

European Union

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

মেধা সম্পদ– মানুষের উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার ফসল– দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি (শিল্পসম্পদ), যার মধ্যে রয়েছে পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন এবং উৎসের ভৌগোলিক পরিচিতি (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন অব সোর্স)।

মেধা সম্পদের দ্বিতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে কপিরাইট ও এ সম্পর্কিত অধিকার। সাহিত্য ও শৈল্পিক কাজের বিশাল এক পরিসর এর অন্তর্ভূক্ত। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে উপন্যাস, ড্রয়িং, পেইন্টিং থেকে স্থাপত্য, সঙ্গীত ও নৃত্য থেকে আলোকচিত্র, চলচ্চিত্র ও শৈল্পিক প্রদর্শনীও এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

মেধাসম্পদ

কপিরাইট

উদ্ভাবন

আমরা আমাদের ঘরের সবখানেই মেধা সম্পদের উপাদান ব্যবহার করি। উদাহরণ হিসেবে যে কোন **উদ্ভাবনের** (ইনভেনশন) কথা উল্লেখ করা যায়।

উদ্ভাবন হচ্ছে একটি পণ্য বা একটি প্রক্রিয়া যেটা কোনো কিছু সম্পাদনের একটি নতুন পদ্ধতি প্রদান করে বা একটি সমস্যার নতুন কারিগরী সমাধান উদ্ভাবন করে।

উদ্ভাবন **পেটেন্ট এর** মাধ্যমে সংরক্ষন করা যায়, যা পেটেন্ট মালিককে একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। এর অর্থ হচ্ছে পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন পেটেন্ট মালিকের অনুমোদন ছাড়া তৈরি, ব্যবহার, বিতরণ বা বিক্রি করা যাবে না।

একটি সীমিত সময় পর্যন্ত পেটেন্ট স্বত্ব সুরক্ষিত থাকে। পেটেন্ট আবেদনপত্র জমা দেয়ার সময় হতে সাধারণত পরবর্তী ২০ বছর পর্যন্ত এই স্বত্ব সংরক্ষিত থাকে। পেটেন্টের মেয়াদ শেষ হলে সুরক্ষার স্বত্ব শেষ হয় অর্থাৎ সেই উদ্ভাবনটি তখন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং অন্যরা তাদের সুবিধামত এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু করতে পারে।

উদ্ভাবন

স্বীকৃতি ও **বস্তুগত প্রাপ্তি** নিশ্চিত করে পেটেন্ট কেবল উদ্ভাবককেই উদ্দীপিত করে না বরং এটি বিশ্বের কারিগরী জ্ঞানভান্ডারকেও সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। পেটেন্ট মালিকরা তাদের উদ্ভাবন সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে বাধ্য থাকেন; এগুলো অন্যান্য উদ্ভাবকদের মূল্যবান তথ্য প্রদান করে, পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গবেষক ও উদ্ভাবকদেরও **উৎসাহিত** করতে পারে।

এই প্রক্রিয়া আরো বেশি উদ্ভাবন ও **নতুন প্রবর্তনের** দিকে নিয়ে যায়, যেমনটা বাম পাশে চিত্র সহকারে বিভিন্ন পণ্যের উন্নয়ন ও অগ্রগতি দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে অনেকগুলোই বেশ কয়েকটি উদ্ভাবনের ফসল।

১৮৯৯-১৯০২ ১৯০০-১৯১৬ ১৯১৫ ১৯৫৭ ১৯৬১ ১৯৯১ ১৯৯৪

ট্রেডমার্ক

ট্রেডমার্ক হচ্ছে স্বাতন্ত্র্যমূলক একটি প্রতীক, যেটা নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবাকে চিহ্নিত করে। প্রাচীনকাল থেকেই ট্রেডমার্কের ব্যবহার শুরু হয়েছে, যখন কারিগররা তাদের পণ্যে স্বাক্ষর বা **'মার্কা'** খোদাই করতেন।

একটি ট্রেডমার্ক হতে পারে শব্দ, বর্ণ, সংখ্যা বা ড্রয়িং, ছবি, চিহ্ন অথবা এমনকি সাংকেতিক শব্দের সমন্বয়ে যে কোনো কিছু (বাঁয়ে রয়েছে এগুলোর মধ্যে সুপরিচিত কয়েকটির নমুনা)। নিবন্ধিত একটি ট্রেডমার্ক এর মালিককে **পণ্য বা সেবা** চিহ্নিত করার কাজে এই মার্কা ব্যবহারের বা অন্য কাউকে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদানের **একচেটিয়া অধিকার** প্রদান করে।

ট্রেডমার্ক নিবন্ধন ও সুরক্ষার আধুনিক পদ্ধতি ভোক্তাদেরকে একটি পণ্যের সুনাম **ও মানের** ভিত্তিতে **আস্থার** সঙ্গে সেই পণ্য খুঁজে পেতে ও কিনতে সহায়তা করে– পণ্য বা সেবার স্বাতন্ত্র্যমূলক ট্রেডমার্কের কল্যাণেই এটা সম্ভব হয়। ট্রেডমার্ক সুরক্ষার মেয়াদ ন্যূনতম ৭ বছর এবং প্রয়োজনীয় ফি প্রদানের মাধ্যমে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য এটা নবায়ন করা যায় এবং ততদিন বহাল থাকে যতদিন পর্যন্ত সেই ট্রেডমার্ক নির্দিষ্ট পণ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে।

১৯০০ ১৯০৪ ১৯০৯ ১৯৩০ ১৯৪৮ ১৯৫৫ ১৯৬১ ১৯৭১ ১৯৯৫ ১৯৯৯

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন শুধুমাত্র ডিজাইন নামেও পরিচিত যা কোনো বস্তুর **আলঙ্কারিক** বা **নান্দনিক দিক নির্দেশ করে।** ডিজাইনটি হতে পারে ত্রিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, যেমন একটা বস্তুর আকৃতি বা পৃষ্ঠ, অথবা দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত, যেমন প্যাটার্ন, রেখা বা রঙ।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন একটি পণ্যকে আকর্ষণীয় ও আবেদনময় করে তোলে এবং এর বাণিজ্যিক মূল্য বৃদ্ধি করে। এ কারণে সেগুলো সংরক্ষনের প্রয়োজন হয়। কোনো ডিজাইনের অননুমোদিত নকল বা অনুরূপ কোনো কিছু ব্যবহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে নিবন্ধিত একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের মালিক একচেটিয়া অধিকার রাখেন। ডিজাইন সুরক্ষার মেয়াদ প্রাথমিকভাবে ৫ বছর, পর্যায়ক্রমে সর্বোচ্চ ১৫ বছর পর্যন্ত নবায়ন করা যেতে পারে।

শিল্প কারখানার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী চারু ও কারু শিল্পে **সৃজনশীলতা** উৎসাহিত করার মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন সুরক্ষা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। আরো **সৃষ্টিশীল** এবং **নান্দনিকভাবে** আকর্ষণীয় পণ্য প্রসারে ডিজাইন নিবন্ধন সহায়তা করে। ডানে ও নিচে প্রদর্শিত চিত্র থেকে এটা সহজে অনুধাবন করা যাবে। যেমন বছরের পর বছর ধরে উন্নততর ডিজাইন টেলিফোন ও টেলিভিশনকে আরো কার্যকর, আকর্ষণীয়, আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছে।

১৯৩০

১৯৫৫

১৯৭২

১৯৯৫

১৯১০

১৯৩৭

১৯৮৫

১৯৯০

উৎসের ভৌগোলিক পরিচিতি

শ্যাম্পেন | রোগফোর্ট | দার্জিলিং চা | চিঅ্যানতি

সৌজন্যে : রোগফোর্ট, আর টুইনিং অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড (দার্জিলিং চা), এগ্রিকোলা স্যান ফেলিস এসপিএ (কিআনতি)

শ্যাম্পেন, রোগফোর্ট, দার্জিলিং, হাভানা বা চিঅ্যানতি'র মতো নামগুলো এখন কেবল আর কোনো জায়গার নাম নয়। এগুলো পণ্যের উৎসভূমির ভৌগোলিক পরিচিতিও বটে। বিশেষ বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য (এক্ষেত্রে, বুদবুদ উঠা মদ, পনির, চা, সিগার এবং রেড ওয়াইন), যেগুলোর রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা শুধুমাত্র সনাক্ত করা যায় তাদের **ভৌগোলিক উৎস ভূমির** মাধ্যমেই।

কারণ এই নামগুলো– যে পণ্যগুলো এই নাম বহন করে–প্রায়শ বিশেষ গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যের কারণে দারুন সুনাম বয়ে বেড়ায়। বিভিন্ন দেশের জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে এগুলো সুরক্ষিত। এ কারণেই, উদাহরণ হিসেবে, ফ্রান্সের শ্যাম্পেন অঞ্চলের বুদবুদ ওঠা ওয়াইন শ্যাম্পেন নামেই পরিচিত এবং একই ধরনের অন্যান্য পণ্যগুলো কেবল বুদবুদ ওঠা ওয়াইন নামেই পরিচিত।

মেধা সম্পদ ভূবন

মেধা সম্পদ ভূবন

একটি রেফ্রিজারেটরের ভেতরে রয়েছে অগণিত মেধা সম্পদের উপাদান । খাদ্য দ্রব্যগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি **ট্রেডমার্ক** বহন করে, ভোক্তাকে একটি বিশেষ গুণমানের নিশ্চয়তা দেয়। এগুলোর বিশেষ মোড়কও (ক্যানজাত, ভ্যাকুয়াম মোড়কজাত, চাবি দিয়ে খুলতে হয় এমন পাত্র বা 'পপ টপস') **পেটেন্টকৃত** হতে পারে, আবার অনেক ক্ষেত্রে **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনও** হতে পারে। খাদ্য দ্রব্যগুলোর বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণ **পদ্ধতিও** পেটেন্টকৃত হতে পারে।

অভক্ষিত খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পাত্র **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের** অংশ এবং তাদের বাতাস নিরোধক পদ্ধতিও **পেটেন্টকৃত**।

রেফ্রিজারেটরের যান্ত্রিক উপাদানগুলো– এর যন্ত্রাংশ এবং যে প্রক্রিয়ায় খাবার ঠান্ডা রাখা হয় তা **পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন**। নান্দনিক উপাদানগুলো– ড্রয়ারের ডিজাইন, তাক এবং তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক যন্ত্রের ধরন– **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন** হিসেবে সুরক্ষিত। এমনকি রেফ্রিজারেটরের অপারেটিং ম্যানুয়ালও, মৌলিক লেখা হিসেবে, কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত।

সৌজন্যে : ডি ডায়াট্রিজ (রেফ্রিজারেটর), কমালপি এসএ (সার্ডিনস বন অ্যাপেটিট), কার্লোস অ্যালবো এসএ (টুনা অ্যালবো), মাইগ্রোস এসএ (ফ্রোজেন অ্যাপ্রিকটস অ্যান্ড রসটি বার্নার)

কপিরাইট

সাহিত্য, সঙ্গীত এবং শৈল্পিক কাজের প্রণেতাদের প্রদত্ত অধিকারগুলো সুরক্ষা করে কপিরাইট, যেমন উপন্যাস ও কাব্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্য। কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত অন্যান্য কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে চলচ্চিত্র, কোরিওগ্রাফি, স্থাপত্য, বিজ্ঞাপন, মানচিত্র এবং কারিগরী নকশা, পাশাপাশি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ও ডাটাবেজ। **কপিরাইট সম্পর্কিত অধিকার** শিল্পীদের (পারফর্মিং আর্টিস্ট যেমন, অভিনেতা, গায়ক) উপস্থাপনার ক্ষেত্রে, শব্দ রেকর্ডিংয়ের প্রযোজকদের (যেমন, কম্প্যাক্ট ডিস্ক) রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এবং সম্প্রচার সংস্থাগুলোকে রেডিও ও টেলিভিশন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করে।

কপিরাইট সৃষ্টিকর্মের প্রণেতাদের সেই কাজ **ব্যবহারের** বা অন্যকে ব্যবহারের অনুমোদন প্রদানের **একচেটিয়া অধিকার** প্রদান করে। কোনো কাজের প্রণেতা বিভিন্ন উপায়ে সেই কাজের পুনরুৎপাদন **অনুমোদন** বা **নিষিদ্ধ** করতে পারেন, এর মধ্যে রয়েছে মুদ্রণ, রেকর্ডিং, সম্প্রচার, জনসমক্ষে প্রদর্শনী, অনুবাদ, অথবা অভিযোজন।

কপিরাইট **মানুষের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে**। এটা প্রণেতাকে **অর্থনৈতিক অধিকার** প্রদান করে যেটা তাকে, বা তার উত্তরাধিকারীদের, সেই কাজ থেকে অর্জিত আর্থিক ফল ভোগের অনুমোদন দেয়। প্রণেতার মৃত্যুর পর ৫০ বছর পর্যন্ত এই অধিকার বজায় থাকে। এই ব্যবস্থা কেবল তাদের কাজেরই **স্বীকৃতি** দেয় না, বরং আরো কিছু সৃষ্টির **উদ্দীপনা** জোগায়। বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিনোদন উপভোগের সুযোগ পেয়ে আমরা তাদের সৃষ্টিকর্মগুলোর মাধ্যমে লাভবান হই।

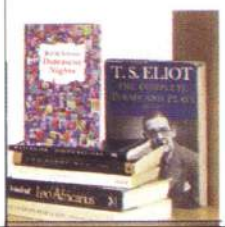

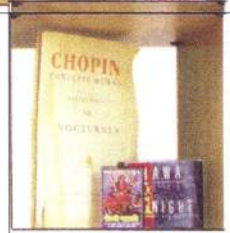

সাহিত্যকর্ম

শৈল্পিক ও স্থাপত্যকর্ম

সঙ্গীতকর্ম

কপিরাইটের আওতাধীন **সাহিত্যকর্মের** মধ্যে রয়েছে উপন্যাস, ছোটগল্প, চিত্রনাট্য, কবিতা এবং নাটক; নন-ফিকশন কাজ হিসেবে রয়েছে ইতিহাস এবং আত্মজীবনী; সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের প্রবন্ধ; বিশ্বকোষ ও অভিধানের মত রেফারেন্সমূলক কাজ; কম্পিউটার প্রোগ্রাম এবং ডাটাবেজ। একটি অপ্রকাশিত কাজও প্রকাশিত একটি কাজের মতই কপিরাইটের আওতাভুক্ত; কোন কোন দেশে এমনকি মুখের ভাষাও কপিরাইটের আওতাধীন।

বিস্তৃত পরিসরের **শৈল্পিক** কাজ কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে চিত্রকলা, ড্রয়িং, লিথোগ্রাফ, ইচিং, আলোকচিত্র, এবং ভাস্কর্য; চলচ্চিত্র, ভিডিওটেপ ও ভিডিও ডিস্কে ধারণকৃত কাজ; **স্থাপত্যকর্ম** হিসেবে আওতাভুক্ত কাজের মধ্যে রয়েছে ডিজাইন, ড্রয়িং এবং পরিকল্পনা।

সঙ্গীতকর্ম- অপেরা, পপ সঙ্গীত থেকে সিম্ফনি- সবই কপিরাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত। এর মধ্যে রয়েছে একটি কাজের লিখিত রূপ, সঙ্গে সুর ও কথা, হোক সেটা একটি কম্প্যাক্ট ডিস্কে ধারণকৃত বা রেডিওতে সম্প্রচারিত বা কোনো কনসার্ট হলে উপস্থাপিত। সঙ্গীতকর্ম বিষয়ক কাজের কুশলীরা, যেমন সুরকার ও গায়ক, তাদের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে **সম্পর্কিত অধিকারের** আওতাভুক্ত হন, যেমনটা হন রেকর্ডিং এবং সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রযোজকরা।

সাধারণ বস্তু সুরক্ষিত উদ্ভাবন

খেলনা

খেলনার এই ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন**– খেলনাগুলোর নিজস্ব ডিজাইন, চেহারা এবং আবেশ। **ক্যাট ইন দ্যা হ্যাট** এবং **মিকি মাউস** পুতুলটি কেবল এর ডিজাইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বই, সঙ্গীত এবং চলচ্চিত্রে তাদের অভিযানের গল্পও **কপিরাইটের** মাধ্যমে সুরক্ষিত।

আসবাবপত্র

খুবই সাধারণ ও বাস্তব উপযোগী বস্তু হিসেবে বুকশেলফ ও খাটের ডিজাইনটিও (ডান পাশে প্রদর্শিত) **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন** হিসেবে সুরক্ষিত হতে পারে।

ঐতিহ্যগত ডিজাইন

হাতে বোনা কার্পেটটি মরক্কোর তৈরি (ডান পাশের ছবির মেঝেতে)। এটাও **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন** হিসেবে নিবন্ধিত ও সুরক্ষিত হতে পারে। ভারতের তৈরি সুতির ওই বিছানার চাদরে ব্যবহৃত হয়েছে একটি দেশীয় মোটিফ, যা কিনা **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন** হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারে।

দেশীয় ও ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি,

লোকগল্প, জ্ঞান এবং নব্য প্রবর্তন সুরক্ষা বিষয়ক প্রশ্নগুলো মেধা সম্পদ জগতে নতুন আগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

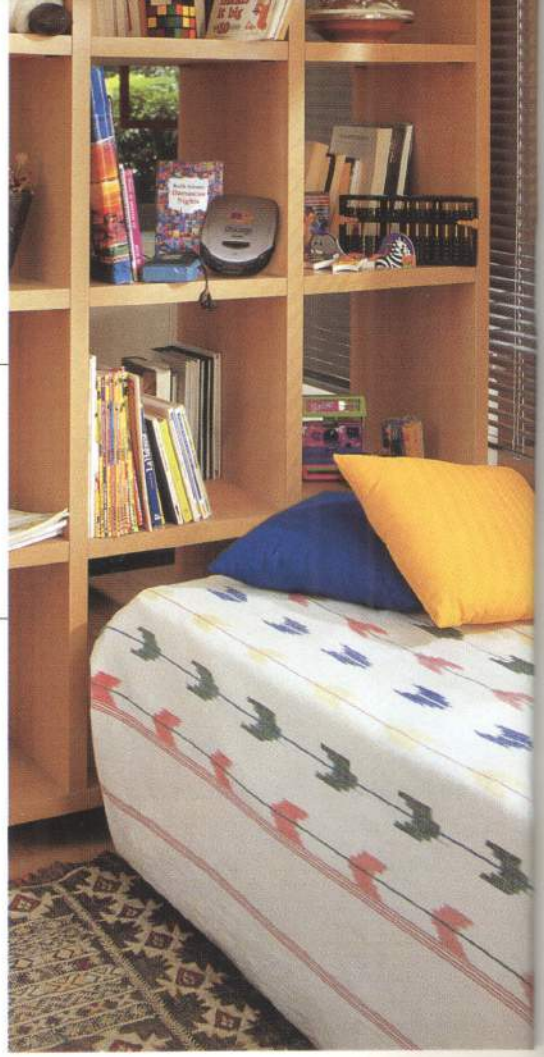

কম্প্যাক্ট ডিস্ক, সৃষ্টিশীলতা, উদ্ভাবন ও ক্রমবিকাশ

কম্প্যাক্ট ডিস্ক | জুয়েল বক্স | কভার ডিজাইন | সিডি ডিজাইন

প্লেস্টেশন | ডিভিডি

পরিচিত একটি বস্তুতে মেধা সম্পদের ব্যাপকতার একটি উদাহরণ হচ্ছে কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি। সিডির রেকর্ডিং ও প্লে ব্যাক সিস্টেম হচ্ছে **পেটেন্টকৃত উদ্ভাবন;** ডিস্কে ধারণকৃত সঙ্গীত ও সফটওয়্যার **কপিরাইটের** মাধ্যমে সুরক্ষিত, যেমনটা সুরক্ষিত প্রচ্ছদের শিল্পকর্ম ও ডিজাইন; 'জুয়েল বক্স' বা সিডির খাপ কেবল উদ্ভাবন নয়, **ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনও** বটে।

সফটওয়্যার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার গেম, ডাটাবেজ এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ শিক্ষামূলক উপাদান ইত্যাদির স্থান দিতে ব্যবহৃত হচ্ছে সিডি প্রযুক্তি, যা ১৯৭০ সালে সঙ্গীত পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এ প্রযুক্তি আরো উন্নততর হয়েছে এবং ডিজিটাল ডিস্ক বা ডিভিডি নামে পরিচিত ডিস্কে বাড়িতে দেখার উপযুক্ত ফরম্যাটে একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পুনরুৎপাদনের সুবিধা প্রদান করেছে।

প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন জীবনে আনছে পরিবর্তন

কম্পিউটারের মত আর কোনো সাম্প্রতিক উদ্ভাবন সম্ভবত আমাদের জীবনে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়নি। একসময় প্রয়োজনের তাগিদে বিশালাকৃতির হলেও (একটি ঘরের সমান জায়গা প্রয়োজন ছিল) **প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের** মাধ্যমে সমান মানের কম্পিউটার উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেটা আমাদের হাতের মুঠোয় স্থান করে নিতে পারে।

গত শতাব্দীর সত্তরের দশকে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি'র উন্নয়ন কম্পিউটারকে ঘরে এনে দিয়েছে। এই আগমন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাখছে অভাবনীয় প্রভাব।

বিশ্বব্যাপী **কম্পিউটার** ও **মানুষের** মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী প্রযুক্তি ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা আরো একটা নাটকীয় বিপ্লব প্রত্যক্ষ করছি অর্থাৎ যেভাবে আমরা একে ওপরের সঙ্গে যোগাযোগ করছি, আমাদের সন্তানরা যেভাবে শিখছে এবং আমরা যেভাবে মানুষের সৃষ্টিশীলতার ফসল ব্যবহার ও উপভোগ করছি।

কম্পিউটার্স

১৯৪৬ ১৯৬৪ ১৯৮১ ১৯৯৯

আমাদের ঘরেও আনছে পরিবর্তন

এসব উদ্ভাবনগুলো আমাদের বাসস্থানের **ধরণেও** পরিবর্তন আনছে। অদূর ভবিষ্যতের বাড়ি হবে 'বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন' (ইনটেলিজেন্ট) বাড়ি, **পরস্পর সংযুক্ত যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে তৈরি** একটি বাড়ি। এমন একটি বাড়ি যেখানে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবন এবং প্রতিদিনকার গৃহস্থালী সরঞ্জাম– রেফ্রিজারেটর, টেলিফোন, ওভেন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, টেলিভিশন– একসঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, অনেকটা একটি গাছের শাখার মত।

রান্নাঘর থেকে, শোবার ঘর থেকে, এমনকি কয়েক মাইল দূরের অফিস থেকে আমরা ইন্টারনেটের মত একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বাড়ির ঐসব সরঞ্জামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হব। আমরা বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রাম চালু করতে পারব, রাতের খাবারের মেন্যু নির্দিষ্ট করতে পারব এবং একটি চলচ্চিত্র দেখার সময়সূচি নির্ধারণ করে দিতে সক্ষম হব (একই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে) এবং সবকিছুই করা যাবে একটি বোতামে চাপ দিয়ে।

কোনো সন্দেহ নেই ভবিষ্যতের সেই বাড়ি হবে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন। দারুন সব কার্যকর ও জটিল যন্ত্রে থাকবে ভরপুর, যদিও সেগুলো আমাদের জীবনকে আরো সহজতর করতেই নিবেদিত থাকবে। কিন্তু আমাদের চারপাশে ঘিরে থাকা সবকিছুর মতো– গৃহস্থালী সরঞ্জাম বা শিল্পকর্ম, সঙ্গীত বা মেশিন, জটিল বা সহজ– সবই একই উৎস থেকে আবির্ভূত হবে। এবং এ সবগুলোই হচ্ছে মানুষের উদ্ভাবনের ফসল।